অধ্যায় ০৫

মানুষ, জীবজগৎ, প্রকৃতি ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা

আলোচ্য বিষয়

▸ প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচয় ▸ মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক ▸ জীব ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও যত্নশীল আচরণ

অধ্যায়ের মূলকথা

মহান আল্লাহ প্রকৃতিতে জড় ও জীবের সৃষ্টি করেছেন। এসব কিছু মহান আল্লাহর নিয়ামত। কারণ বেঁচে থাকার জন্য আমরা প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের ওপর নির্ভরশীল।

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করে আমাদেরকে এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছেন। ইসলাম ধর্মীয় বিধানে এ ব্যাপারে বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাই আমাদের উচিত প্রকৃতি, জীবজগৎ ও পরিবেশকে জানা এবং এদের প্রতি যত্নবান হওয়া। সুতরাং আমরা প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে যত্নশীল হতে সচেষ্ট হবো।

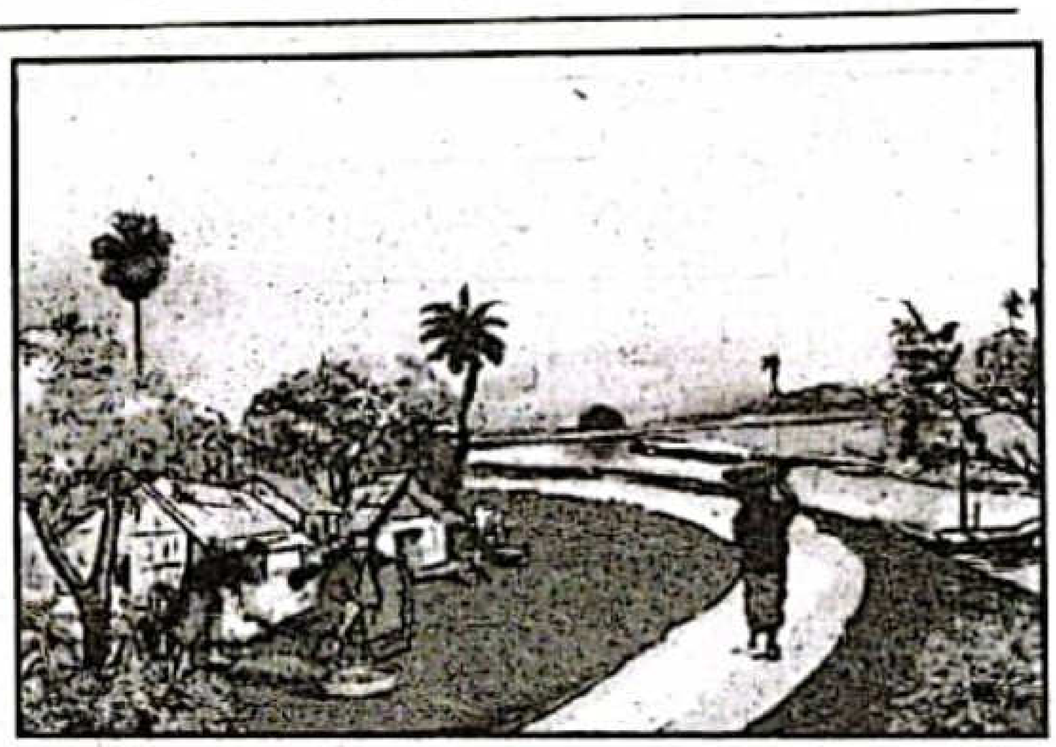

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা

▣ মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে যত্নশীল হতে পারা।

অধ্যায়ের শিখনফল

▣ প্রকৃতি ও জীবজগৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।
▣ প্রকৃতি ও জীবজগতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।
▣ প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করবে।
▣ প্রকৃতি ও জীবজগতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে অন্যদেরও এর গুরুত্ব অবহিত করবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন

পাঠ্যবই ও শিক্ষক সহায়িকার সূত্র সংবলিত

পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি (একক ও দলীয় কাজ) — বুঝে পড়ি ও ভালোভাবে শিখে নিই

পাঠ প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচয়

একক কাজ (ক) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬২-৬৩) পড়ি ও ভাবি। আমাদের চারপাশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের ৫টি উপকারী উপাদানের নাম লিখি। কাজটি একাকী করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬৩

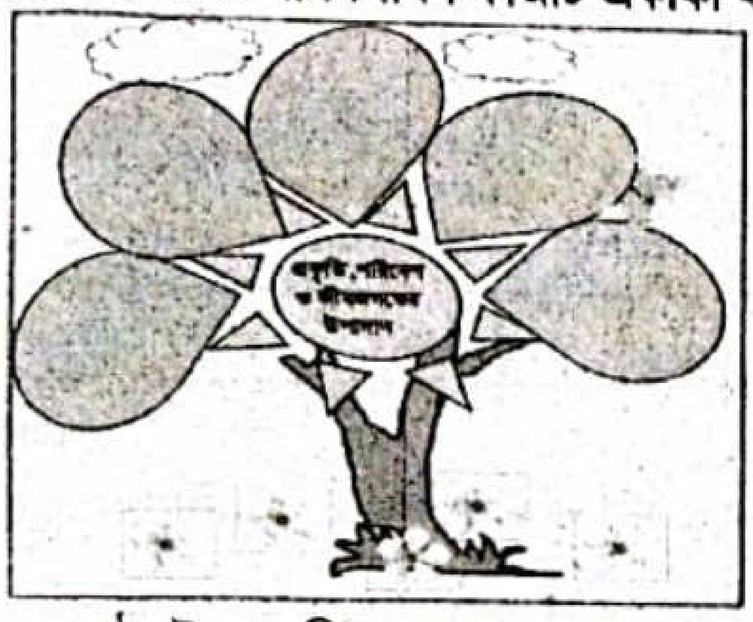

নির্দেশনা : পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু পড়ে চারপাশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের ৫টি উপকারী উপাদানের নাম লিখবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের ৫টি উপকারী উপাদানের নাম দেওয়া হলো।

উত্তর :

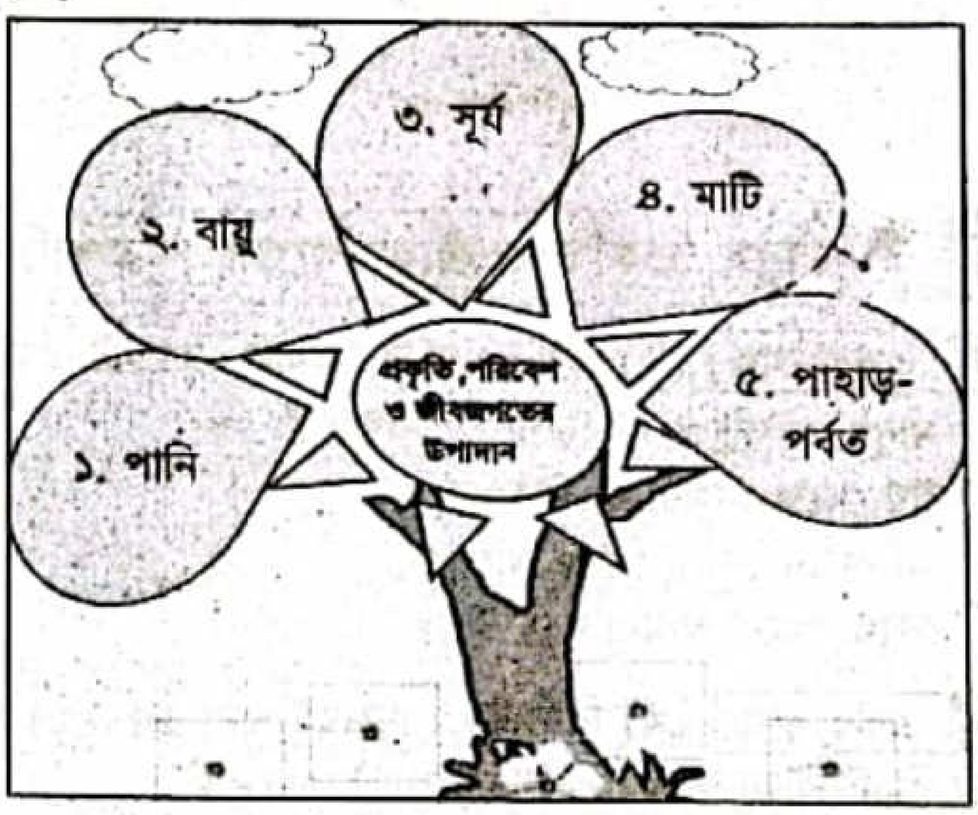

জোড়ায় কাজ (খ) নিচের ডান ও বাম পাশের তথ্যগুলো দাগ টেনে মিল করি। কাজটি জোড়ায় করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬৪

মহান আল্লাহ	প্রকৃতি, জীবজগৎ ও পরিবেশকে জানা এবং এদের প্রতি যত্নবান হওয়া
আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে	জীবন
গাছপালা থেকে আমরা	তার সবকিছু মিলে প্রকৃতি
জীবজন্তু থেকে আমরা	পাহাড়, পর্বত, সমুদ্রসহ আরও অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন
পানির অপর নাম	অক্সিজেন পাই
আমাদের উচিত	নানা রকম খাবার পাই

উত্তর :

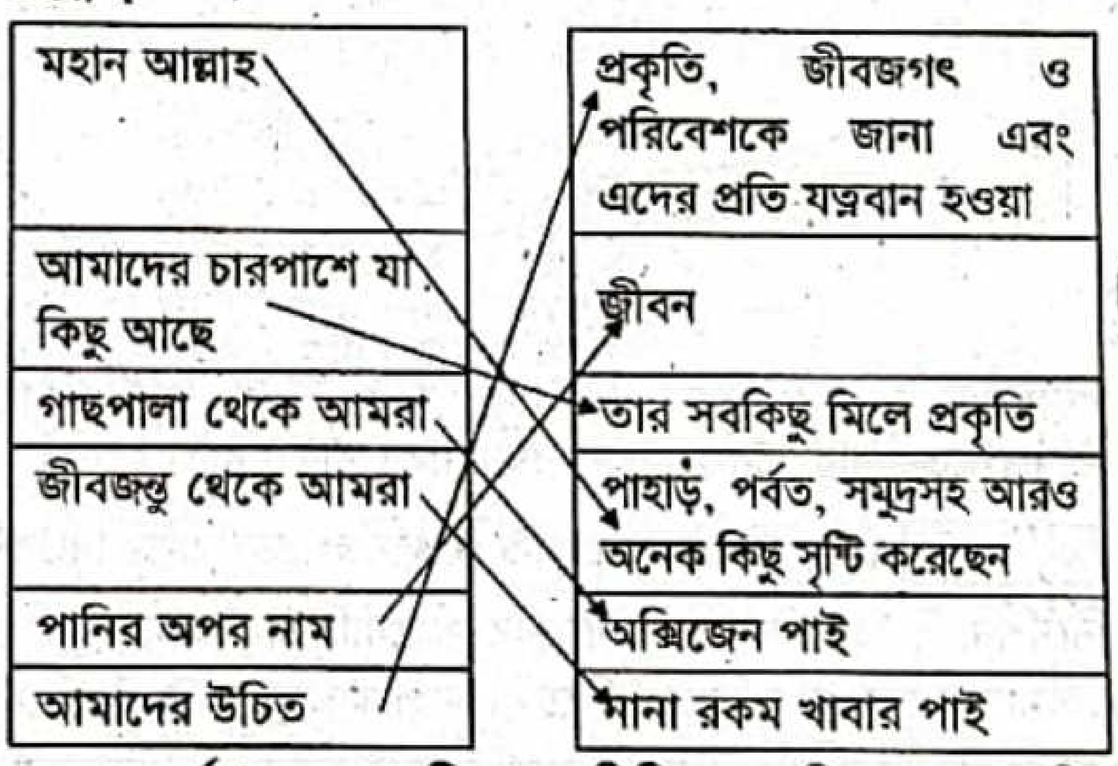

জোড়ায় কাজ (গ) আমাদের জীবনে প্রকৃতি ও জীবজগতের অবদান বর্ণনা করে চারটি বাক্য লিখি। কাজটি জোড়ায় করি।
শিক্ষক সহায়িকা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬৪

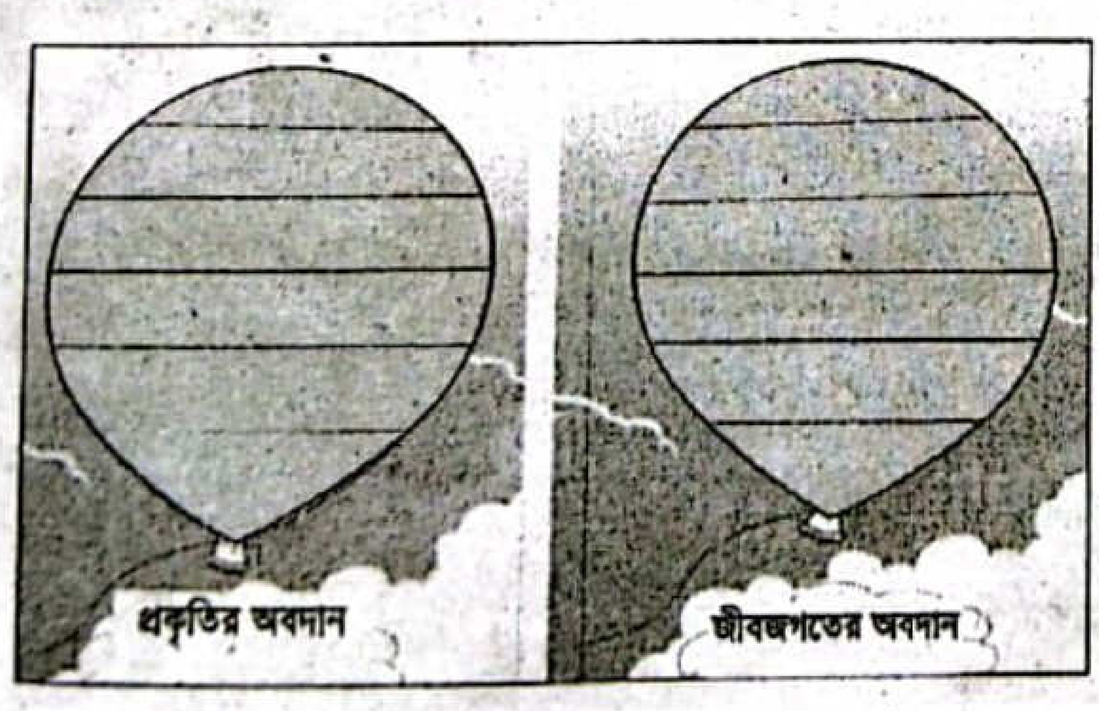

নির্দেশনা : জোড়ায় আলোচনা করে আমাদের জীবনে প্রকৃতি ও জীবজগতের অবস্থান বর্ণনা করে চারটি বাক্য লিখবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এরকম চারটি বাক্য দেওয়া হলো।

উত্তর :

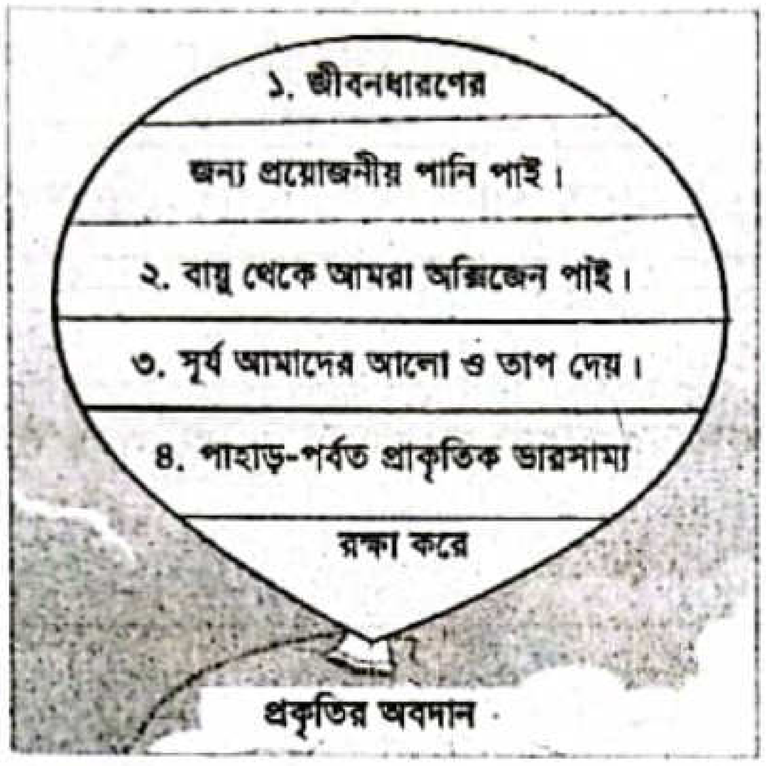

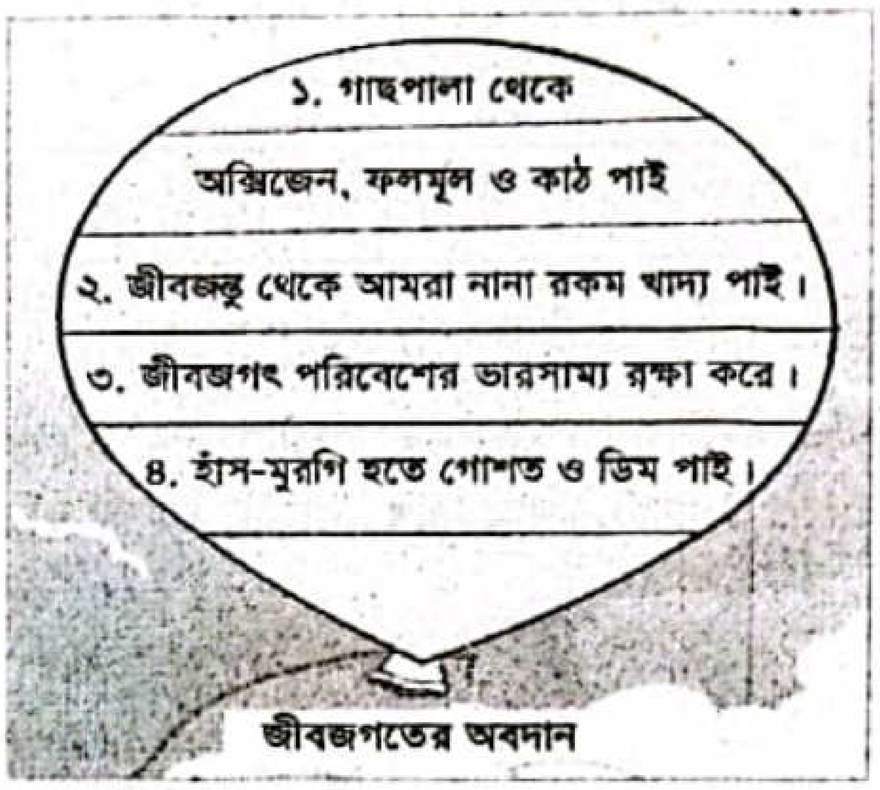

পাঠ মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক

একক কাজ (ক) এক কথায় উত্তর বলি। কাজটি একাকী করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬৭

১. মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের সৃষ্টিকর্তা কে?
২. সূর্য থেকে আমরা কী পাই?
৩. অক্সিজেন কোথা থেকে আসে?
৪. কোথা থেকে আমরা কাঠ পাই?
৫. আমরা প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি কীরূপ আচরণ করব?

উত্তরমালা :

১. আল্লাহ; ২. আলো; ৩. গাছপালা; ৪. গাছ; ৫. ভালোবাসাপূর্ণ।

একক কাজ (খ) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬) পড়ি ও ভাবি। মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করে পাঁচটি বাক্য লিখি। কাজটি একাকী করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬৭

নির্দেশনা : পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু পড়ে মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করে পাঁচটি বাক্য লিখবে।

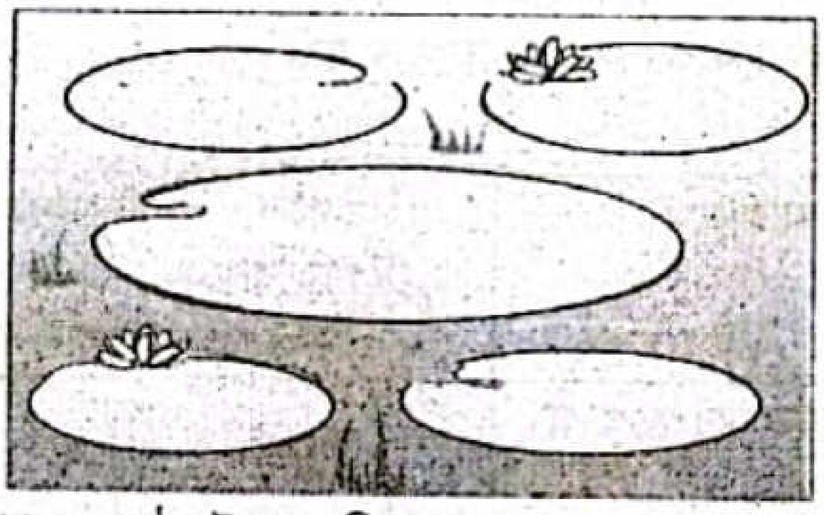

তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে নিচে পাঁচটি বাক্য করে দেওয়া হলো। এরই আলোকে তোমরা নিজেরা উত্তর করবে।

১. আমরা প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের ওপর নির্ভরশীল।
২. সূর্য থেকে আমরা আলো ও তাপ পাই।
৩. গাছপালা থেকে ফলমূল, শাকসবজি ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান এবং অক্সিজেন পাই।
৪. নিঃশ্বাস ছাড়া যেমন মানুষ বাঁচতে পারে না, তেমনি প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জীবজগৎ ছাড়া মানুষের জীবনযাপন অসম্ভব।
৫. প্রকৃতি ও জীবজগতের সাথে আমাদের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক।

কাজ (গ) আমরা যে প্রকৃতি ও জীবজগতের ওপর নির্ভরশীল সে সম্পর্কে একটি ছবি আঁকি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬৭

নির্দেশনা : শ্রেণিশিক্ষক ও বড়দের সহযোগিতায় আমরা যে প্রকৃতি ও জীবজগতের ওপর নির্ভরশীল সে সম্পর্কে ছবি আঁকবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে নিচে এ সম্পর্কিত দুটি ছবি এঁকে দেওয়া হলো।

পাঠ জীব ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাশীল আচরণ

একক কাজ (ক) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৮-৭০) পড়ি ও ভাবি। শুদ্ধ/অশুদ্ধ উত্তর চিহ্নিত করি। কাজটি একাকী করি। ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৭০

১. জীব ও প্রকৃতির পরিবার আছে। শুদ্ধ/অশুদ্ধ
২. গাছপালা ও বনাঞ্চলের ক্ষতিসাধন করলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয় না। শুদ্ধ/অশুদ্ধ
৩. যেখানে সেখানে থুতু ফেললে জীবাণু ছড়ায়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ
৪. ধূমপান বায়ুদূষণ ঘটায় না। শুদ্ধ/অশুদ্ধ
৫. পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন যেকোনো কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ। শুদ্ধ/অশুদ্ধ
৬. কুরআন ও হাদিসে জীব ও প্রকৃতির পরিচর্যার নির্দেশ রয়েছে। শুদ্ধ/অশুদ্ধ
৭. জীব ও প্রকৃতির জন্য ভালোবাসা ও যত্নশীল আচরণ প্রয়োজন নেই। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

উত্তর : (১) শুদ্ধ; (২) অশুদ্ধ; (৩) শুদ্ধ; (৪) অশুদ্ধ; (৫) শুদ্ধ; (৬) শুদ্ধ; (৭) অশুদ্ধ।

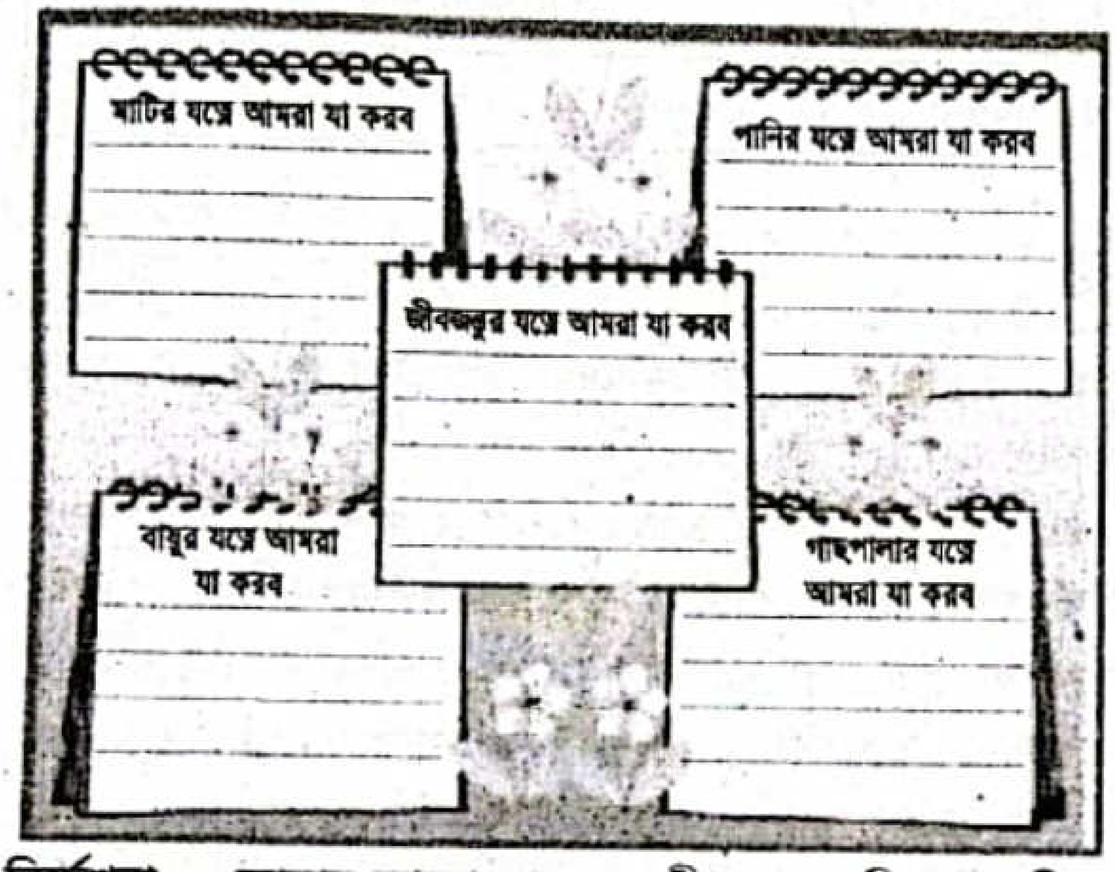

জোড়ায় কাজ (খ) জীব ও প্রকৃতির যত্ন নিতে আমরা কী কী কাজ করব তা নিচের ঘরগুলোতে লিখি। কাজটি জোড়ায় করি। ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৭০

নির্দেশনা : জোড়ায় আলোচনা করে জীব ও প্রকৃতির যত্ন নিতে কী কী কাজ করবে তা কয়েকটি ঘরে লিখবে। কোন ঘরে কী লিখবে, সে সম্পর্কিত একটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া হলো। এরই আলোকে তোমরা নিজেরা উত্তর করবে।

উত্তর : মাটির যত্নে আমরা যা করব
১. যেখানে সেখানে প্লাস্টিক, পলিথিন, রাসায়নিক বর্জ্য ইত্যাদি ফেলব না।
২. ময়লা-আবর্জনা ও থুতু মাটিতে ফেলব না।

পানির যত্নে আমরা যা করব
১. পুকুর, খাল ও নদীতে ময়লা-আবর্জনা ফেলব না।
২. রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ পানিতে ফেলব না।

জীবজন্তুর যত্নে আমরা যা করব
১. পশুপাখি কষ্ট পায় এমন কোনো ধরনের কাজ করব না।
২. অভুক্ত পশুপাখিকে উপযুক্ত খাবার খেতে দেব।

বায়ুর যত্নে আমরা যা করব
১. ধূমপান করব না।
২. যানবাহনের কালো ধোঁয়া ছড়ানো বন্ধ করব।

গাছপালার যত্নে আমরা যা করব
১. বেশি বেশি গাছ লাগাব।
২. অতিরিক্ত গাছপালা কাটা থেকে বিরত থাকব।

একক কাজ (গ) ইসলামের আলোকে জীব ও প্রকৃতির যত্ন নেওয়ার ভূমিকাভিনয় করি। কাজটি একাকী করি। ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৭১

উত্তর : শ্রেণিশিক্ষক ও বড়দের সহায়তায় ইসলামের আলোকে জীব ও প্রকৃতির যত্ন নেওয়ার বিষয়টি ভূমিকাভিনয় করে দেখাবে।

দলগত কাজ (ঘ) বিদ্যালয় ও বাড়ির আশেপাশের জীব ও প্রকৃতির যত্ন নেওয়ার ব্যবহারিক অনুশীলন সম্পর্কে তালিকা তৈরি করি। কাজটি দলগতভাবে করি। ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৭১

যেখানে সেখানে আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলব।

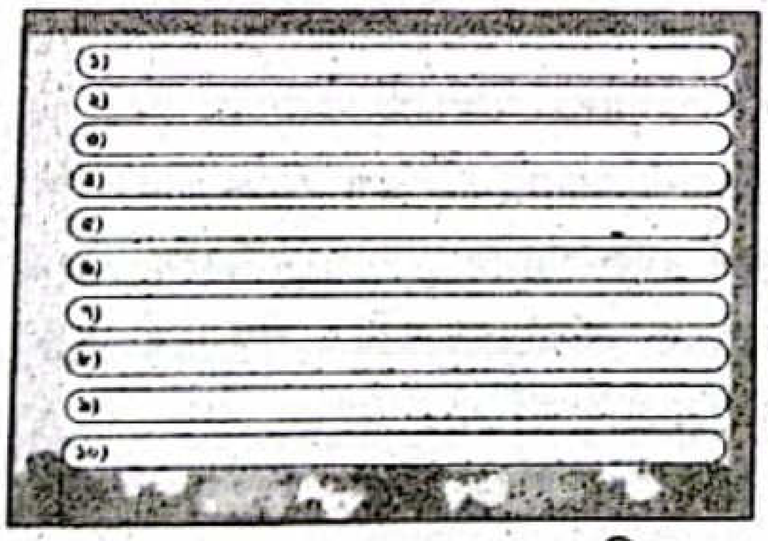

নির্দেশনা : দলগতভাবে আলোচনা করে বিদ্যালয় ও বাড়ির আশেপাশের জীব ও প্রকৃতির যত্ন নেওয়ার ব্যবহারিক অনুশীলন সম্পর্কে তালিকা তৈরি করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে একটি তালিকা করে দেওয়া হলো।

উত্তর :
১) বেশি মাত্রায় গাছপালা না কেটে বেশি বেশি গাছ লাগাব।
২) প্রকৃতি ও জীবজন্তুর পরিচর্যা করব।
৩) অসুস্থ পশুপাখির সেবাযত্ন করব।
৪) প্লাস্টিক, পলিথিন, রাসায়নিক বর্জ্য যেখানে সেখানে না ফেলে পুড়িয়ে ফেলব।
৫) জীবজন্তুর মৃতদেহ বা উচ্ছিষ্ট যেখানে সেখানে না ফেলে মাটি চাপা দেব।
৬) ধূমপান রোধে সচেতনতা তৈরি করব।
৭) কুরবানির সময়ে জবাইকৃত পশুর রক্ত ভালোভাবে পরিষ্কার করব।
৮) ময়লা-আবর্জনা, থুতু, কফ যেখানে সেখানে ফেলব না।
৯) গাছপালা, বনাঞ্চল, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করব না।
১০) জীব ও প্রকৃতিকে ভালোবেসে যত্নশীল আচরণ করব।

শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণে অতিরিক্ত অ্যাক্টিভিটি — আরও শিখে নিই

পাঠ প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিচয়

সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। তোমরা স্কুলের দরজা / জানালা দিয়ে প্রকৃতি ও জীবজগতের কী কী উপাদান দেখেছো?

উত্তর : আমরা স্কুলের দরজা / জানালা দিয়ে প্রকৃতি ও জীবজগতের বিভিন্ন উপাদান যেমন— গাছপালা, পশুপাখি, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ইত্যাদি উপাদান দেখতে পাই।

দলগত কাজ

প্রকৃতি ও জীবজগৎ থেকে আমরা কী কী পাই তা চিহ্নিত করে একটি তালিকা তৈরি কর।

উত্তর :

প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত উপাদান	জীবজগৎ থেকে প্রাপ্ত উপাদান
১. পৃথিবী	১. মানুষ
২. সাগর-মহাসাগর	২. গরু-ছাগল
৩. পাহাড়-পর্বত	৩. হাঁস-মুরগি
৪. নদনদী	৪. বন্য পশুপাখি
৫. পানি	৫. মাছ

পাঠ মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক

সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। প্রকৃতি ও জীবজগৎ আমাদের কী কী উপকারে আসে?

উত্তর : প্রকৃতি ও জীবজগৎ আমাদের নানা ধরনের উপকারে আসে। মূলত বেঁচে থাকার জন্য আমরা প্রকৃতি ও জীবজগতের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য পানি দরকার। পানির অপর নাম জীবন। পানি না থাকলে প্রাণিকুল, গাছপালা এবং জীবজন্তু কিছুই বাঁচতে পারত না। গাছপালা থেকে আমরা অক্সিজেন, ফলমূল, কাঠ ও আসবাবপত্র পেয়ে থাকি। নদী থেকে আমরা খাবারের মাছ পেয়ে থাকি। আর নদীর পানি দিয়ে আমরা ফসল উৎপাদন করি। সূর্য আমাদের আলো ও তাপ দিয়ে সাহায্য করে থাকে। গৃহপালিত পশুপাখি যেমন— গরু, ছাগল, মহিষ ও ছাগলের থেকে গোশত পাই এবং হাঁস-মুরগি থেকে গোশত ও ডিম পাই। এছাড়া মাটিতে সকল প্রকার ফল-ফুল ও ফসলাদি জন্মে।

প্রশ্ন ২। প্রকৃতি ও জীবজগতের উপাদানগুলোর কোনোটি না থাকলে আমাদের কী কী অসুবিধা হতো?

উত্তর : প্রকৃতি ও জীবজগতের উপাদানগুলোর পরস্পর নির্ভরশীল। এদের কোনোটি না থাকলে আমাদের বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা হতো। সূর্য আমাদের আলো ও তাপ দেয়। তাই সূর্যের আলো ও তাপ না থাকলে পৃথিবী অন্ধকার ও বরফ হয়ে যেতো। তখন পৃথিবীর কোনো জীবই বাঁচতে পারত না। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আবার বৃষ্টি না হলে খরা দেখা দিতো। তখন কোনো ফসল-ফলাদি উৎপাদন হতো না। এছাড়া গাছপালা থেকে আমরা ফলমূল, শাকসবজি ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান পাই। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যে অক্সিজেন দরকার তাও গাছপালা থেকে আসে। এজন্য গাছপালা না থাকলে আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো।

পাঠ জীব ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাশীল আচরণ

সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। কীভাবে প্রকৃতি ও জীবজন্তুর যত্ন ও পরিচর্যা করা যায়?

উত্তর : জীব ও প্রকৃতিরও পরিবার আছে। সেখানে তারাও পরিচর্যা পেয়ে বেড়ে ওঠে। এজন্য আমরাও স্নেহ, ভালোবাসা ও সচেতনতার মাধ্যমে প্রকৃতি ও জীবজন্তুর যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারি।

প্রশ্ন ২। প্রকৃতি ও জীবজগতের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন কেন?

উত্তর : প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান যেমন— গাছপালা, বনাঞ্চল, পাহাড়-পবর্ত, সাগর-মহাসাগর, নদনদী ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করলে খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যায়। ফলে আমাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে। এজন্য প্রকৃতি ও জীবজগতের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন অপরিসীম।

প্রশ্ন ৩। প্রকৃতি ও জীবজগতের যত্ন নেওয়ার উপায় সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : প্রকৃতি ও জীবজগতের বিভিন্ন উপায়ে যত্ন নেওয়া যায়। মহান আল্লাহ মানুষকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য মানুষকে বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে। তাহলে পৃথিবী সবুজ-শ্যামল রূপে গড়ে উঠবে এবং আমরা বেশি বেশি ফলমূল ও অক্সিজেন পাব। পশুপাখি কষ্ট পায় এমন কোনো কাজ করা যাবে না। অসুস্থ পশুপাখির সেবা করতে হবে। আমাদের চারপাশের পরিবেশ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ও থুতু ফেলা যাবে না। পুকুর, খাল ও নদীর পানিতে প্লাস্টিক, পলিথিন ও রাসায়নিক বর্জ্য ফেলা যাবে না। সুতরাং এসকল কাজের মাধ্যমে প্রকৃতি ও জীবজগতের যত্ন নিতে পারব।

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে অতিরিক্ত অ্যাক্টিভিটি — আরও শিখে নিই

জোড়ায় কাজ

আমরা কীভাবে জীব ও প্রকৃতির প্রতি যত্নশীল আচরণ করব সে সম্পর্কে নিচের ছকে লিখি। কাজটি জোড়ায় করি।

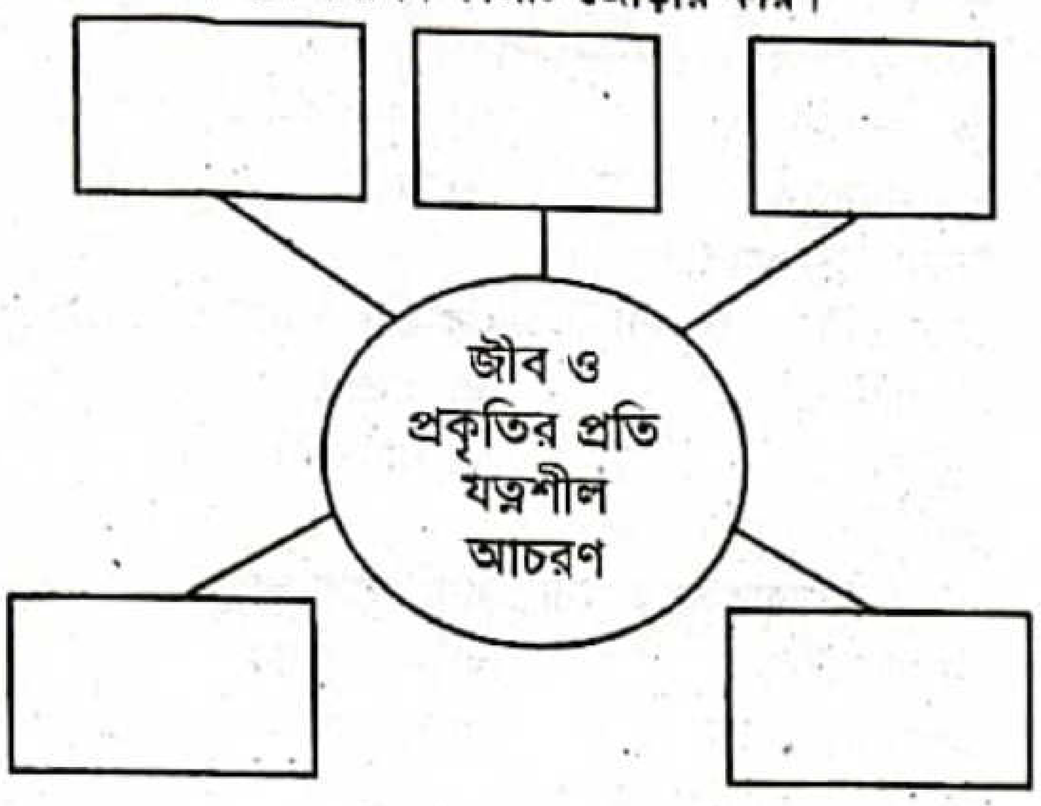

উত্তর :

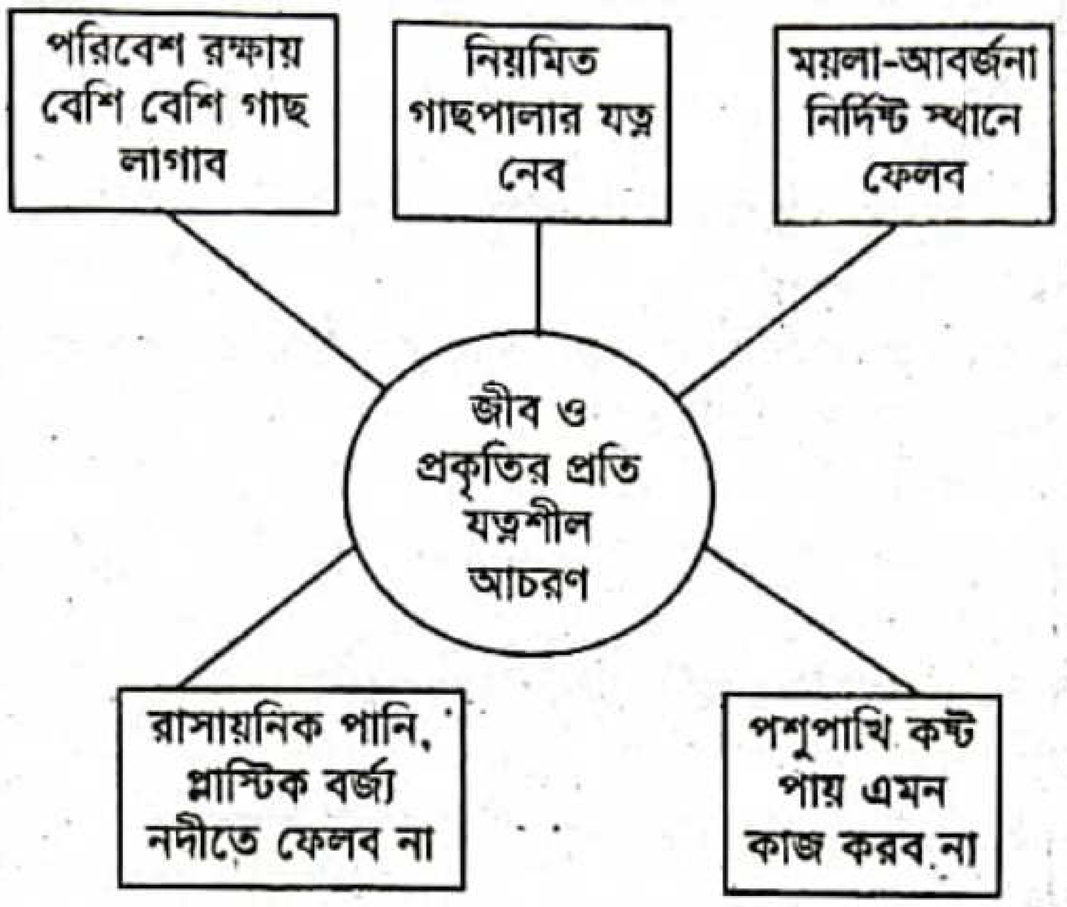

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ — সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

শোনা — শিক্ষকের নিকট শুনে লিখি

ক নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

১। প্রকৃতি ও জীবজগতের সবকিছুই মহান আল্লাহর সৃষ্টি।
২। গাছপালা থেকে আমরা শুধু ফলমূল পাই।
৩। পানির অপর নাম জীবন।
৪। অক্সিজেন ছাড়া আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারি।
৫। সূর্য না থাকলে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যেত।
৬। মানুষ প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের ওপর নির্ভরশীল নয়।
৭। কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।
৮। মহান আল্লাহ মানুষকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী করে সৃষ্টি করেছেন।
৯। পুকুর, খাল ও নদীতে ময়লা-আবর্জনা ফেললে পানি দূষিত হয় না।
১০। সুস্থ থাকার জন্য আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

উত্তরমালা : ১। সত্য; ২। মিথ্যা; ৩। সত্য; ৪। মিথ্যা; ৫। সত্য; ৬। মিথ্যা; ৭। মিথ্যা; ৮। সত্য; ৯। মিথ্যা; ১০। সত্য।

খ নিচের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলো শুনে শূন্যস্থানের জন্য সঠিক শব্দটি নির্ণয় কর।

১। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার সবকিছু মিলে —।
২। প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের সকল কিছুই মহান — সৃষ্টি।
৩। — থেকে আমরা ফলমূল পাই।
৪। পানির অপর নাম —।
৫। — থেকে আমরা অক্সিজেন পাই।
৬। সূর্য আমাদের — দেয়।
৭। — ছাড়া আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারি না।
৮। সূর্যের আলো না থাকলে পৃথিবী — হয়ে যেত।
৯। মেঘ থেকে — হয়।
১০। — জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
১১। গরু ও মহিষ দিয়ে — চাষাবাদ করা হয়।
১২। অসুস্থ পশুপাখির — করব।
১৩। আমরা আমাদের চারপাশের — পরিষ্কার রাখব।
১৪। ইমানের — টির বেশি শাখা রয়েছে।
১৫। ইমানের সর্বনিম্ন শাখা হলো — থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।
১৬। তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো — তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।
১৭। — বায়ু দূষণ ঘটায়।
১৮। ধূমপান রোধে — তৈরি করব।
১৯। জীব ও প্রকৃতিরও — আছে।
২০। যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা ও — ফেলব না।

উত্তরমালা : ১. প্রকৃতি; ২. আল্লাহর; ৩. গাছপালা; ৪. জীবন; ৫. গাছপালা; ৬. আলো; ৭. অক্সিজেন; ৮. বরফ; ৯. বৃষ্টি; ১০. কাঠ; ১১. জমি; ১২. সেবাযত্ন; ১৩. পরিবেশ; ১৪. ৭০; ১৫. রাস্তা; ১৬. আসমানবাসী (আল্লাহ); ১৭. ধূমপান; ১৮. সচেতনতা; ১৯. পরিবার; ২০. থুতু।

বলা — শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর বলি

ক নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলো।

প্রশ্ন ১। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে সবকিছু মিলে আমাদের কী?
উত্তর : প্রকৃতি।

প্রশ্ন ২। প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগৎ কার সৃষ্টি?
উত্তর : মহান আল্লাহর।

প্রশ্ন ৩। মহান আল্লাহ পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করে কাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছেন?
উত্তর : মানুষকে।

প্রশ্ন ৪। আমরা অক্সিজেন পাই কোনটি থেকে?
উত্তর : গাছপালা থেকে।

প্রশ্ন ৫। কোনটি দিয়ে জমি চাষাবাদ করা হয়?
উত্তর : গরু ও মহিষ।

প্রশ্ন ৬। প্রকৃতির সঙ্গে কোনটির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে?
উত্তর : জীবজগতের।

প্রশ্ন ৭। গাছপালা, বনাঞ্চল, পাহাড়-পর্বত এগুলোর ক্ষতিসাধন করলে কোনটি ঘটে?
উত্তর : প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

প্রশ্ন ৮। মহান আল্লাহ সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে কাকে সৃষ্টি করেছেন?
উত্তর : মানুষকে।

প্রশ্ন ৯। ইমানের কয়টি শাখা রয়েছে?
উত্তর : ৭০টি।

প্রশ্ন ১০। অভিশাপের কারণ হয় এমন কয়টি স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করা থেকে বেঁচে থাকার কথা বলা হয়েছে?
উত্তর : তিনটি স্থান।

প্রশ্ন ১১। পুকুর, কাল ও নদীতে ময়লা-আবর্জনা ফেললে কোনটি দূষিত হয়?
উত্তর : পানি।

প্রশ্ন ১২। কোনটি বায়ুদূষণ ঘটায়?
উত্তর : ধূমপান।

প্রশ্ন ১৩। কোনটি ছাড়া আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারি না?
উত্তর : অক্সিজেন।

প্রশ্ন ১৪। "তিনি (আল্লাহ) সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"– কে বলেছেন?
উত্তর : মহান আল্লাহ।

প্রশ্ন ১৫। প্রকৃতির কোনো উপাদানের ক্ষতি করলে কোনটি দেখা যায়?
উত্তর : প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

প্রশ্ন ১৬। "তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"– কে বলেছেন?
উত্তর : মহানবি (স.)।

প্রশ্ন ১৭। মহান আল্লাহ সব থেকে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে কাকে সৃষ্টি করেছেন?
উত্তর : মানুষকে।

খ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর : সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।

১. কোনগুলো পৃথিবীর উপাদান?
ক জড়জগৎ ও জীবজগৎ খ নদীনালা
গ গাছপালা ঘ বায়ুমণ্ডল
উত্তর : ক জড়জগৎ ও জীবজগৎ।

২. কোনটি থেকে আমরা ফলমূল পাই?
ক নদ-নদী খ গাছপালা
গ বায়ুমণ্ডল ঘ সাগর
উত্তর : খ গাছপালা।

৩. কোনটি না থাকলে পৃথিবী অন্ধকার ও বরফ হয়ে যেত?
ক পানি খ বাতাস
গ সূর্য ঘ গাছপালা
উত্তর : গ সূর্য।

৪. কাঠ ও আসবাবপত্র আমরা কোথা থেকে পাই?
ক গাছ থেকে খ মাটি থেকে
গ পাহাড় থেকে ঘ নদী থেকে
উত্তর : ক গাছ থেকে।

৫. আমরা অক্সিজেন পাই কোনটি থেকে?
ক পানি থেকে খ গাছপালা থেকে
গ জীবজন্তু থেকে ঘ বায়ুমণ্ডল থেকে
উত্তর : খ গাছপালা থেকে।

৬. ইমানের কয়টি শাখা রয়েছে?
ক ৪০টি খ ৫০টি
গ ৬০টি ঘ ৭০টি
উত্তর : ঘ ৭০টি।

পড়া — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই

ক সংক্ষেপে উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। প্রকৃতি কী?
উত্তর : আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার সবকিছু মিলেই হলো প্রকৃতি।

প্রশ্ন ২। প্রকৃতিতে কী কী উপাদান বিদ্যমান রয়েছে?
উত্তর : প্রকৃতিতে চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বায়ু, পানি, মাটি ইত্যাদি উপাদান বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশ্ন ৩। গাছপালা থেকে আমরা কী কী পাই?
উত্তর : গাছপালা থেকে আমরা নানা রকম, ফলমূল, শাকসবজি ও খাদ্য উপাদান পাই। শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য অক্সিজেন পাই। এছাড়া কাঠ ও আসবাবপত্র পাই।

প্রশ্ন ৪। মানুষ প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি কীরূপ আচরণ করবে?
উত্তর : মানুষ প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করবে।

প্রশ্ন ৫। আমরা কীভাবে পশুপাখির যত্ন নেব?
উত্তর : আমরা পশুপাখির কষ্ট দেখলে সদয় হবো। অসুস্থ পশুপাখির সেবাযত্ন করব এবং তারা বিপদ-আপদে পড়লে আশ্রয় নেব।

প্রশ্ন ৬। আমরা আমাদের চারপাশের পরিবেশ কীভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব?

উত্তর : আমরা বাড়িঘরের ময়লা-আবর্জনা এবং উচ্ছিষ্ট নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব।

প্রশ্ন ৭। ইমানের সর্বনিম্ন শাখা কোনটি?

উত্তর : ইমানের সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।

প্রশ্ন ৮। ইসলামে কোন কাজ নিষিদ্ধ?

উত্তর : মাটি, পানি, বায়ু ও পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন যেকোনো কাজ করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

লেখা নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

ক মিলকরণ।

প্রশ্ন ১। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
(ক) আমরা প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের	খরা দেখা দিত।
(খ) শীতের মৌসুমে রোদ না থাকলে	মাছ পেয়ে থাকি।
(গ) প্রকৃতিতে বৃষ্টি না হলে সবকিছু শুকিয়ে	খাদ্য উপাদান পাই।
(ঘ) নদ-নদী থেকে আমরা খাবারের	সবকিছু শীতল হয়ে যায়।
(ঙ) গাছপালা থেকে আমরা ফলমূল, শাকসবজি ও অন্যান্য	ওপর নির্ভরশীল।
	বরফ হয়ে যেত।
	জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উত্তর :

(ক) আমরা প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের **ওপর নির্ভরশীল।**
(খ) শীতের মৌসুমে রোদ না থাকলে **সবকিছু শীতল হয়ে যায়।**
(গ) প্রকৃতিতে বৃষ্টি না হলে সবকিছু শুকিয়ে **খরা দেখা দিত।**
(ঘ) নদ-নদী থেকে আমরা খাবারের **মাছ পেয়ে থাকি।**
(ঙ) গাছপালা থেকে আমরা ফলমূল, শাকসবজি ও অন্যান্য **খাদ্য উপাদান পাই।**

প্রশ্ন ২। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
(ক) আমরা চারপাশের পরিবেশ	পানি দূষিত হয়।
(খ) প্লাস্টিক, পলিথিন ও রাসায়নিক বর্জ্য	বেশি বেশি গাছ লাগাব।
(গ) পুকুর, খাল ও নদীতে ময়লা-আবর্জনা ফেললে	সেবাযত্ন করব।
(ঘ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য আমরা	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব।
(ঙ) অসুস্থ পশুপাখির	যত্নবান হব।
	আশ্রয় দেব।
	পরিবেশ নষ্ট করে।

উত্তর :

(ক) আমরা চারপাশের পরিবেশ **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব।**
(খ) প্লাস্টিক, পলিথিন ও রাসায়নিক বর্জ্য **পরিবেশ নষ্ট করে।**
(গ) পুকুর, খাল ও নদীতে ময়লা-আবর্জনা ফেললে **পানি দূষিত হয়।**
(ঘ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য আমরা **বেশি বেশি গাছ লাগাব।**
(ঙ) অসুস্থ পশুপাখির **সেবাযত্ন করব।**

চিন্তা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। "মহান আল্লাহ বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টা।"—এ বিষয়ে ছয়টি বাক্য লেখ।

উত্তর : মহান আল্লাহ বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টা।"—এ বিষয়ে ছয়টি বাক্য হলো—

১. আল্লাহ তায়ালা আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন।
২. আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবী, নদীনালা, সাগর, মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন।
৩. আল্লাহ তায়ালা পাহাড়, পর্বত, বন-জঙ্গল সৃষ্টি করেছেন।
৪. আল্লাহ তায়ালা নানারকম জীবজন্তু, পশুপাখি সৃষ্টি করেছেন।
৫. আল্লাহ তায়ালা ফুল-ফল ও ফসল সৃষ্টি করেছেন।
৬. এসব আমাদের জন্য মহান আল্লাহর নিয়ামত।

প্রশ্ন ২। প্রকৃতি কী? প্রকৃতিতে প্রাপ্ত উপাদান সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য তৈরি কর।

উত্তর : আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার সবকিছু মিলেই প্রকৃতি। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত উপাদান সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য হলো—

১. গাছপালা থেকে আমরা ফলমূল, শাকসবজি ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান পাই।
২. আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যে অক্সিজেন দরকার তাও গাছপালা থেকে আসে।
৩. সূর্য থেকে আমরা আলো পাই।
৪. আমরা চারপাশের নদ-নদী থেকে খাবারের মাছ ও ফসল উৎপাদনের পানি পাই।
৫. আমরা গৃহপালিত পশুপাখি থেকে নানারকম খাদ্য পাই।

প্রশ্ন ৩। আমরা জীব ও প্রকৃতির প্রতি কীরূপ আচরণ বা যত্ন নেব এ বিষয়ে ছয়টি বাক্য লেখ।

উত্তর : জীব ও প্রকৃতির প্রতি আমরা যে রকম আচরণ বা যত্ন নিতে পারি এ সম্পর্কে ছয়টি বাক্য হলো—

১. নিয়মিত গাছপালার যত্ন নেব।
২. ফুল ও ফলের গাছ লাগাব।
৩. গরু-ছাগলসহ অন্যান্য গবাদি পশুর যত্ন নেব।
৪. বনাঞ্চল ধ্বংস করব না।
৫. নদ-নদীতে ময়লা-আবর্জনা ফেলব না।
৬. পশুপাখিকে খাবার দেব ও অসুস্থ হলে সেবাযত্ন করব।

শিক্ষক/ অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়ন — নির্দেশনা ছকের আলোকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	শিখনযোগ্যতা/ নির্দেশক	প্রারম্ভিক	ভালো	উত্তম
জ্ঞান	• প্রকৃতি ও জীবজগৎ সম্পর্কে বলতে পেরেছে			
	• মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগতের পারস্পরিক সম্পর্কে বর্ণনা করতে পেরেছে			
দক্ষতা	• প্রকৃতি ও জীবজগতের রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পেরেছে			
দৃষ্টিভঙ্গি	• প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ আচরণে উদ্বুদ্ধ হয়েছে			
মূল্যবোধ	• প্রকৃতি ও জীবজগতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে অন্যদেরও এর গুরুত্ব অবহিত করছে			

ধারাবাহিক/ শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন — নিজেকে মূল্যায়ন করি

তারিখ : ☐☐☐ **ধারাবাহিক মূল্যায়ন** সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর : ☐

১। বিষয়বস্তু পড়ি ও ভাবি। শুদ্ধ/অশুদ্ধ উত্তর চিহ্নিত করি। কাজটি একাকী করি।

(ক) জীব ও প্রকৃতির পরিবার আছে। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

(খ) গাছপালা ও বনাঞ্চলের ক্ষতিসাধন করলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয় না। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

(গ) যেখানে সেখানে থুতু ফেললে জীবাণু ছড়ায়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

(ঘ) ধূমপান বায়ুদূষণ ঘটায় না। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

(ঙ) পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন যেকোনো কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

(চ) কুরআন ও হাদিসে জীব ও প্রকৃতির পরিচর্যার নির্দেশ রয়েছে। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

(ছ) জীব ও প্রকৃতির জন্য ভালোবাসা ও যত্নশীল আচরণ প্রয়োজন নেই। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগৎ কার সৃষ্টি?

(খ) কোনটি না থাকলে পৃথিবী অন্ধকার ও বরফ হয়ে যেত?

(গ) কোনটি দিয়ে জমি চাষাবাদ করা হয়?

৩। চিন্তা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) প্রকৃতি কী? প্রকৃতিতে প্রাপ্ত উপাদান সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য তৈরি কর।

(খ) আমরা জীব ও প্রকৃতির প্রতি কীরূপ আচরণ বা যত্ন নেব এ বিষয়ে ছয়টি বাক্য লেখ।

উত্তরমালা

১। (ক) শুদ্ধ।
(খ) অশুদ্ধ।
(গ) শুদ্ধ।
(ঘ) অশুদ্ধ।
(ঙ) শুদ্ধ।
(চ) শুদ্ধ।
(ছ) অশুদ্ধ।

২। (ক) মহান আল্লাহর।
(খ) সূর্য।
(গ) গরু ও মহিষ।

৩। (ক) ২০৫ পৃষ্ঠার ২নং উত্তর দ্রষ্টব্য।
(খ) ২০৫ পৃষ্ঠার ৩নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

মূল্যায়ন রিপোর্ট : শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই উপযোগী

ধারাবাহিক/শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন

তারিখ : ☐☐☐

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০১

সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর : ☐

১। পাঠ্যবইয়ের ছক :

পৃথিবীর বাইরেও রয়েছে	কক্ষপথে চলে
আকাশ, বাতাস, মাটি ও পানির সৃষ্টিকর্তা	এর পরিচালনার ব্যবস্থাও করেছেন
চাঁদ, সূর্য, তারকা তাদের নির্দিষ্ট	মহান আল্লাহর নির্দেশে
মহান আল্লাহ মহাজগৎকে সৃষ্টি করে	বিশাল সৃষ্টিজগৎ
পৃথিবীতে ঋতুর পরিবর্তন হয়	মহান আল্লাহ
সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলা দেখে	আমরা মহান আল্লাহ অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি

২। সালাতের গুরুত্ব বর্ণনা করে ৫টি বাক্য লিখি। কাজটি জোড়ায় করি।

১
২
৩
৪
৫

৩। সংক্ষেপে উত্তর দাও।

(ক) ইবাদাত কী?

(খ) গোসলের প্রধান কাজ কয়টি ও কী কী?

(গ) সহিফা কাকে বলে?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

(ক) সালাত কেমন ইবাদত? নিয়মমতো সালাত আদায় করতে হয় কেন? সালাতের ৪টি নৈতিক উপকার লেখ।

উত্তরমালা

১ ▶ ১৫২ পৃষ্ঠার ক নং প্রশ্ন ও উত্তর।

২ ▶ ১৫৫ পৃষ্ঠার খ নং প্রশ্ন ও উত্তর।

৩ ▶ (ক) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নির্দেশিত যেকোনো কাজই ইবাদাত।

(খ) গোসলের প্রধান কাজ তিনটি। যথা— কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া ও সারা শরীর ধোয়া।

(গ) ছোটো আসমানি কিতাবগুলোকে সহিফা বলা হয়।

৪ ▶ ১৬৭ পৃষ্ঠার ২ নং প্রশ্ন ও উত্তর।

তারিখ : ☐☐☐

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০২

সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর : ☐

১। নিচের ছকে হজরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনের বিভিন্ন সময় দেওয়া আছে। দলে আলোচনা করে কোন বয়সে কী করেছেন তা লিখি।

শৈশবকাল ☐ যৌবনকাল ☐

মধ্য বয়স ☐ শেষ জীবন ☐

২। হজরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে আমরা জানলাম। এর আলোকে নিচের প্রবাহচিত্রটি পূরণ করি। কাজটি একাকী করি।

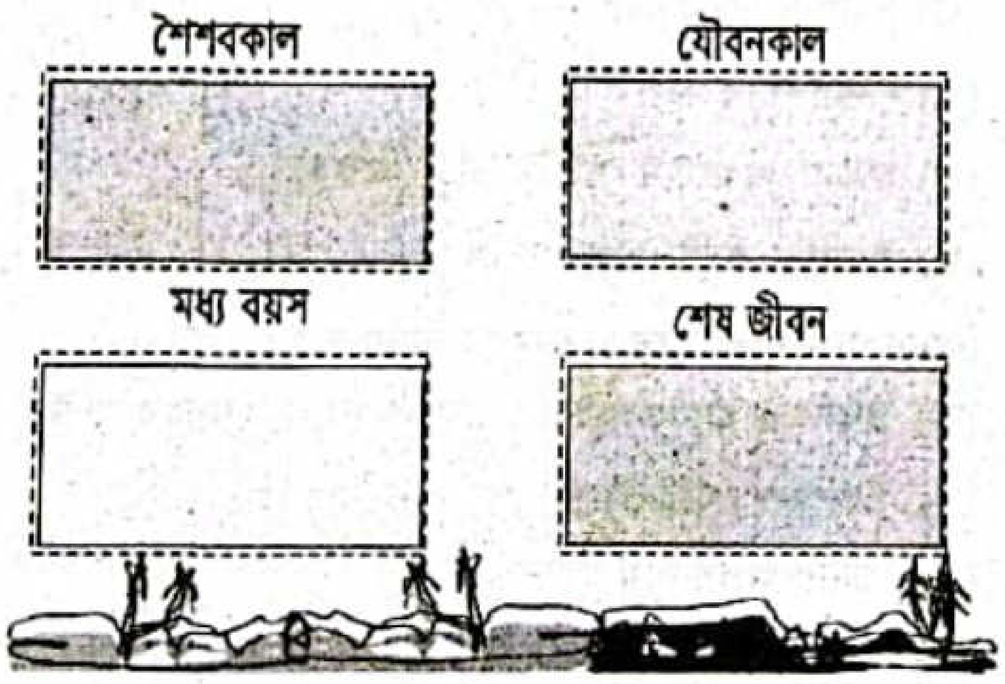

জন্মসাল	.....গ্রন্থ আকারে একত্রিত করেন	....উপার্জন করতেন
জন্মস্থান	..... দমন করেন	....সালে ইন্তেকাল করেন
বয়স	..... তম খলিফা	......দাফন করা হয়

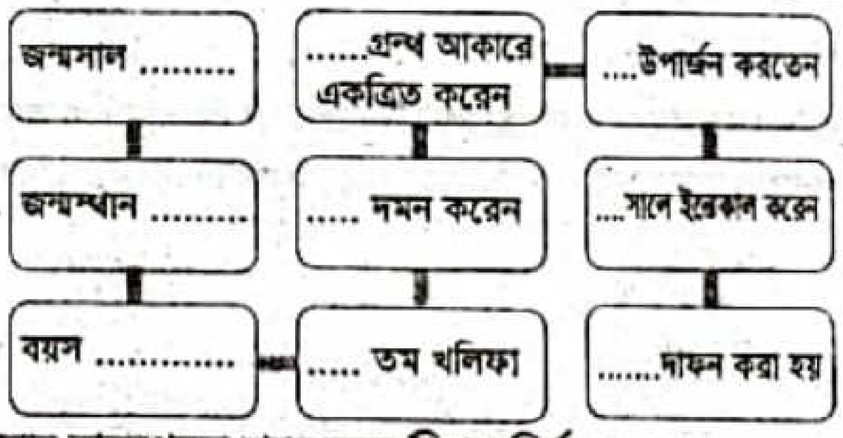

৩। নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

(ক) হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর দুধ মাতার নাম ছিল আমিনা।

(খ) মহানবি (স.) পঁচিশ বছর বয়সে হজরত খাদিজা (রা.)-কে বিয়ে করেন।

(গ) মহানবি (স.) ছোটোবেলায় নবুয়তপ্রাপ্ত হন।

(ঘ) মহানবি (স.) মক্কায় ইন্তেকাল করেন।

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

(ক) হিলফুল ফুযুল কী?

(খ) মহানবি (স.) কখন ইন্তেকাল করেন?

(গ) মহানবি (স.)-এর পিতা ও মাতার নাম কী ছিল?

উত্তরমালা

১ ▶ ১৭০ পৃষ্ঠার গ নং প্রশ্ন ও উত্তর।

২ ▶ ১৭২ পৃষ্ঠার ক নং প্রশ্ন ও উত্তর।

৩ ▶ (ক) মিথ্যা; (খ) সত্য; (গ) মিথ্যা; (ঘ) মিথ্যা।

৪ ▶ (ক) মহানবি (স.) যুবক বয়সে আরবের অন্য যুবকদের নিয়ে যে শান্তি সংগঠন গঠন করেন সেটা হলো হিলফুল ফুযুল।

(খ) মহানবি (স.) ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে ৬৩ বছর বয়সে মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

(গ) মহানবি (স.)-এর পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম ছিল আমিনা।

তারিখ : ☐☐☐

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০৩

সময় : .....

শিক্ষার্থীর নাম : ..... শ্রেণি : ..... রোল নম্বর : ☐

১। বিষয়বস্তু পড়ি। মহানবি (স.) ও হজরত উমর (রা.) এর সহমর্মিতার গল্পটি আলোচনা করি ও নিজের ভাষায় লিখি। কাজটি জোড়ায় করি।

শুরু
মধ্যভাগ
শেষভাগ

২। মহানবি (স.) ও অন্যদের দেশপ্রেমের ঘটনা আলোচনা করি। ইসলামে দেশপ্রেম সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখি। কাজটি জোড়ায় করি।

৩। বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর : সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(১) আখলাক শব্দের অর্থ কী?
ক পবিত্র খ চরিত্র
গ গুণাবলি ঘ উদারতা

(২) আখলাকে হামিদা হলো–
ক নিন্দনীয় চরিত্র খ সমালোচিত চরিত্র
গ প্রশংসনীয় চরিত্র ঘ সুন্দরতম নামসমূহ

(৩) মহানবি (স.) মক্কা থেকে কোথায় হিজরত করেন?
ক ইরানে খ মদিনায়
গ রিয়াদে ঘ ইরাকে

(৪) পড়ালেখা করা প্রধান দায়িত্ব কাদের?
ক শিক্ষকদের খ ব্যবসায়ীদের
গ চিকিৎসকদের ঘ শিক্ষার্থীদের

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
(ক) দেশপ্রেম কী?
(খ) সহমর্মিতা কী?
(গ) আখলাকে যামিমার দুটি উদাহরণ কী?
(ঘ) হজরত আনাস (রা.) কে ছিলেন?

উত্তরমালা

১ ▸ ১৮০ পৃষ্ঠার খ নং প্রশ্ন ও উত্তর।
২ ▸ ১৮২ পৃষ্ঠার খ নং প্রশ্ন ও উত্তর।
৩ ▸ (১) খ চরিত্র; (২) গ প্রশংসনীয় চরিত্র; (৩) খ মদিনায়; (৪) ঘ শিক্ষার্থীদের।
৪ ▸ (১) দেশপ্রেম হলো নিজের দেশকে ভালোবাসা।
(২) অন্যের দুঃখ-কষ্টকে অনুভব করে তাদের সাথে সমব্যথী হওয়াই হলো সহমর্মিতা।
(৩) আখলাকে যামিমার দুটি উদাহরণ হলো মিথ্যা কথা বলা ও মারামারি করা।
(৪) হজরত আনাস (রা.) ছিলেন মহানবি (স.)-এর একজন সাহাবি।

তারিখ : ☐☐☐

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০৪

সময় : .....

শিক্ষার্থীর নাম : ..... শ্রেণি : ..... রোল নম্বর : ☐

১। ইসলামের আলোকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কী কী সহনশীল আচরণ করব তা পরস্পর আলোচনা করে তালিকা করি। কাজটি দলগতভাবে করি।

২। আমাদের জীবনে প্রকৃতি ও জীবজগতের অবদান বর্ণনা করে চারটি বাক্য লিখি। কাজটি জোড়ায় করি।

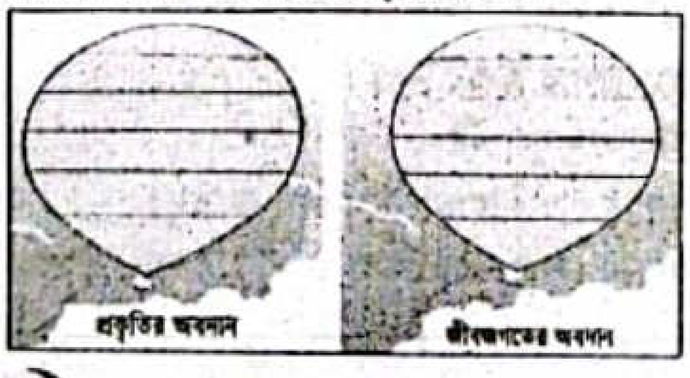

৩। সংক্ষেপে উত্তর দাও।
(ক) ধর্মীয় সম্প্রীতি কী?
(খ) মদিনা সনদ কী?
(গ) আমরা অক্সিজেন পাই কোনটি থেকে?
(ঘ) ইমানের কয়টি শাখা রয়েছে?

৪। নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্যমিথ্যা নির্ণয় কর।
(ক) প্রকৃতি ও জীবজগতের সবকিছুই মহান আল্লাহর সৃষ্টি।
(খ) গাছপালা থেকে আমরা শুধু ফলমূল পাই।
(গ) পানির অপর নাম জীবন।
(ঘ) অক্সিজেন ছাড়া আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারি।
(ঙ) সূর্য না থাকলে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যেত।

উত্তরমালা

১ ▸ ১৯০ পৃষ্ঠার খ নং প্রশ্ন ও উত্তর।
২ ▸ ১৯৯ পৃষ্ঠার গ নং প্রশ্ন ও উত্তর।
৩ ▸ (ক) ধর্মীয় সম্প্রীতি হলো সকল ধর্মের মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা।
(খ) মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য লিখিত একটি চুক্তি।
(গ) গাছপালা থেকে।
(ঘ) ৭০টি
৪ ▸ (ক) সত্য; (খ) মিথ্যা; (গ) সত্য; (ঘ) সত্য; (ঙ) মিথ্যা।